তারিখ 03 NOV 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

দৈনিক
ইত্তেফাক

নওগাঁয় ২ মাদ্রাসা শিক্ষকের পৈশাচিক আচরণ

শিশু শিক্ষার্থী ও তার ভাইকে নির্দয় প্রহার, ব্লেডে কাটা হলো হাত

নওগাঁর বদলগাছীতে মাদ্রাসার এক শিক্ষার্থীসহ দুইজনকে মারপিট ও ব্লেড দিয়ে শরীর কেটে দেওয়া হয় —ইত্তেফাক

■ নওগাঁ প্রতিনিধি

নওগাঁর বদলগাছি উপজেলার হাকিমপুর হাজিউদ্দিন হারামাইল সৈয়দ জয়নাল আবেদিন নূরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসার এক শিশু ছাত্র ও তার মামাতো ভাইকে ব্লেড দিয়ে শরীর কেটে দেওয়ার অভিযোগে ওই মাদ্রাসার দুই শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার দুপুরে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মাদ্রাসার ছাত্র মিনারুল ইসলাম (১২) নওগাঁর ধামুইরহাট উপজেলার চক চান্দিরা গ্রামের এমাজউদ্দিনের ছেলে। মিনারুল ইসলামের মামাতো ভাই রেজাউল ইসলাম ওরফে রেজা (১২) একই গ্রামের বাসিন্দা। সে বদলগাছি উপজেলার গয়েশপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। মামলা সূত্রে জানা গেছে, মিনারুল ইসলাম ঘটনার এক সপ্তাহ আগে মাদ্রাসা থেকে বাড়িতে চলে যায়। সে আর মাদ্রাসায় পড়বে না বলে তার অভিভাবকদের জানায়। অভিভাবকরা মাদ্রাসায় থাকা জিনিসপত্র তাকে বাড়িতে আনতে বলে। গত শনিবার বিকালে মিনারুল ইসলাম তার মামাতো ভাই রেজাউল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে মাদ্রাসায় যায়। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক (বড় হুজুর) ফিরোজ আহাম্মেদ ও ছোট শিক্ষক মোকারম হোসেন তাদের একটি কক্ষে বেঁধে মারপিট করে আটকে রাখেন। এরপর দুই শিক্ষক মিলে মিনারুলকে আবারও মারপিঠ ও হাত ব্লেড দিয়ে কেটে দেন। মিনারুলের সঙ্গে আসার কারণে তার মামাতো ভাই রেজাউল করিমের ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল ব্লেড দিয়ে কেটে দেন। ওইদিন সন্ধ্যায় তাদের হুমকি দিয়ে মাদ্রাসা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তারা বাড়িতে ফিরে ঘটনাটি অভিভাবকদের জানায়।